দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... DEC. 1.O 1999

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন হুমকির মুখে

নতুন পাঠ্য বই প্রকাশে গড়িমসি টানাপোড়েন

মাসুদ কামাল

হীন ব্যবসায়িক টানাপোড়েনে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন হুমকির মুখে। পুরনো বিপুল পরিমাণ বই অবিক্রীত থাকার অজুহাতে স্বার্থান্বেষী একশ্রেণীর প্রকাশক এখন পরিবর্তিত এবং সংশোধিত নতুন বই প্রকাশে গড়িমসি করছে। নতুন শিক্ষাবর্ষের আর মাত্র ২০ দিন বাকি, অথচ ষড়যন্ত্রকারী প্রকাশকরা ছাপার জন্য নির্ধারিত কাগজই এখনও পর্যন্ত মিল থেকে উত্তোলন করেনি। উপরন্তু নতুন বই প্রকাশে বাধা দিতে বোর্ডের বিরুদ্ধে মামলার হুমকি দিচ্ছে।

মাধ্যমিক স্তরে এবার ৬০টি বইয়ের ১ কোটি ২০ লাখ কপি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এই ৬০টি বই-এর সব ক'টিতেই পরিবর্তন, সংশোধন এবং পরিমার্জনের প্রয়োজন দেখা দেয়ায় সরকার এগুলো নতুন করে ছাপানোর জন্য উদ্যোগ নেয়। এ অনুযায়ী এ বছরের প্রথমার্ধে উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বান করা হয়। ২৯ জুন ছিল দরপত্র দাখিলের শেষ দিন। মোট ১৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ দেয়া হয়। শুরুতে ১ কোটি ২০ লাখ বই প্রকাশের কথা বলা হলেও টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ কার্যাদেশ প্রদান করে ১ কোটি ৫ লাখ বই ছাপার জন্য। প্রকাশকদের দু'টি গ্রুপ সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ পেলেও কাজ করার সময় এই দুই গ্রুপ অবস্থান নেয় বিপরীত মেরুতে। নানান অজুহাতে বই ছাপার কাজ শুরু করতে গড়িমসি শুরু করে একটি গ্রুপ। অথচ এদের হাতেই ছাপার দায়িত্ব পড়ে ৬০টির মধ্যে ৪৫টি বইয়ের। এই ৪৫টি বই প্রকাশের দায়িত্বপ্রাপ্ত ১০১টি প্রতিষ্ঠান এখনও খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল থেকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত কাগজের সিংহভাগই উত্তোলন করেনি। তাদের ৪৫টি বই প্রকাশে যেখানে প্রায় ১৮০০ মেট্রিক টন কাগজ লাগবে, সেখানে গত ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তারা উত্তোলন করেছে মাত্র ১৯৬ মেঃ টন কাগজ। অথচ পাঠ্য পুস্তকের গুরুত্ব বিবেচনা

(১১ পৃষ্ঠা ১-এর কঃ দেখুন)

পৌনে এক কোটি (প্রথম পাতার পর)

করে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল সবুজ রঙের বিশেষ কাগজ বিপুল পরিমাণ উৎপাদন করে বসে আছে। টেন্ডার সিডিউল অনুযায়ী গত ৩১ অক্টোবরের মধ্যে প্রকাশকদের মিল থেকে এই কাগজ নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। উৎপাদিত বিপুল পরিমাণ কাগজ নিয়ে এখন মিল কর্তৃপক্ষও রয়েছে বিপাকে।

এবারের প্রকাশিতব্য ৬০টি পাঠ্যপুস্তককে পরিবর্তন ও সংশোধনের মাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে রয়েছে ১৫টি পাঠ্যপুস্তক–এগুলোকে একেবারে নতুনই বলা যায়। ৯টি পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপক পরিবর্তন ও সংশোধন। বাকি ৩৬টি পুস্তকে করা হয়েছে সংশোধন ও পরিমার্জন। বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্রায় নতুনভাবে প্রকাশিতব্য ১৫টি পাঠ্যপুস্তক হচ্ছে– ৬ষ্ঠ শ্রেণীর গণিত ও সমাজ, ৭ম শ্রেণীর বিজ্ঞান, ৮ম শ্রেণীর সমাজ, কৃষি বিজ্ঞান ও গণিত, ৯ম শ্রেণীর কৃষি বিজ্ঞান, উচ্চতর বীজগণিত, বীজগণিত, উচ্চতর ব্যবহারিক, বাণিজ্যিক ভূগোল, ব্যবসায় উদ্যোগ, জ্যামিতি, উচ্চতর জ্যামিতি এবং ভূগোল। বিষয়বস্তুর প্রায় ৫০ শতাংশের পরিবর্তন হওয়া ৯টি বই হচ্ছে– ৯ম শ্রেণীর ইতিহাস, জীব বিজ্ঞান, ইসলাম শিক্ষা, ব্যবসায় পরিচিতি, গার্হস্থ্য, হিন্দু ধর্ম শিক্ষা, ইংরেজী, বাংলা ব্যাকরণ এবং সহপাঠ। এই ২৪টি বইয়ের বাইরে বাকি ৩৬টি বইয়ের ক্ষেত্রেও সংশোধন এবং পরিমার্জনের ঘটনা ঘটেছে। সংশোধন এবং পরিবর্তনের এই উদ্যোগকে ব্যর্থ করে দিতেই চলছে এখন প্রকাশকদের স্বার্থান্বেষী মহলের সর্বাত্মক চেষ্টা। তাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে–অবৈধভাবে পূর্ববর্তী বছরসমূহে তাদের নিম্নমানের কাগজে ছাপা ভুলে ভরা বইগুলো এবারও চালিয়ে দেয়া। সে কারণেই নতুন বিষয়বস্তু, কাগজ এবং মোড়কে বই প্রকাশে তাদের এত অনীহা।

বিপরীত দিকে প্রকাশকদের অন্য গ্রুপের ৪৪টি প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ১৫টি বইয়ের মুদ্রণ কাজও সিডিউল অনুযায়ী শেষ করতে পারেনি।

এদের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৫০ মেঃ টন কাগজের মধ্যে এরা এ পর্যন্ত ৬৫০ মেঃ টন উত্তোলন করেছে। অথচ পুরো কাগজই উত্তোলনের সময়সীমা ছিল ৩১ অক্টোবর। তবে এই গ্রুপটি দাবি করছে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই তারা তাদের কাছে দেয়া ১৫টি বই বাজারজাত করতে পারবে। ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাদের প্রায় ৭০ শতাংশ বই ছাপা শেষ হয়ে গেছে বলেও তারা দাবি করেছে।

টেক্সট বুক বোর্ডের একটি সূত্রের মতে, আলোচিত ১০১টি প্রতিষ্ঠান প্রকাশের জন্য তাদের কাছে দেয়া ৪৫টি বইয়ের মুদ্রণে কেবল দেরিই করছে না, সেই সঙ্গে অপর গ্রুপটির প্রকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্রও করছে। সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে আলোচিত গ্রুপটি টেক্সট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষকে উকিল নোটিস পাঠিয়েছে, হুমকি দিয়েছে মামলার। শেষ পর্যন্ত তাদের এই হুমকি বাস্তবায়িত হলে সাময়িকভাবে হলেও যথাসময়ে ছাত্রছাত্রীদের হাতে পরিবর্তিত ও সংশোধিত ৬০টি বই পৌঁছবে না। এমনকি প্রস্তুতপ্রায় ১৫টি বইয়ের বাজারজাতকরণ হয়ে যাবে বাধাগ্রস্ত। সে ক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্তরের প্রায় পৌনে এক কোটি ছাত্রছাত্রীকে ভুলেভরা পুরনো বইয়ের ওপরই নির্ভর করতে হবে। একাধিক শিক্ষকের মতে, ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত ২৪টি বইয়ের মধ্যে ১৮টি বই-ই নবম শ্রেণীর। এগুলো তাদের পড়তে হবে আগামী দু'টি বছর। এসএসসি পরীক্ষাও হবে এ বইগুলোর ওপর ভিত্তি করেই। ফলে এক্ষেত্রে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের পুরনো বই কিনতে বাধ্য করা রীতিমতো অপরাধের নামান্তর। একটি প্রজন্মের যথাযথ শিক্ষা লাভের স্বার্থে অর্থলোভী উক্ত ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক বলে অভিভাবক মহলের দাবি।